দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JUL. 1 8 1999
পৃঃ ১ কলাম ২

25

নার্সিং ডিপ্লোমা পরীক্ষায় ব্যাপক অনিয়ম

ফল প্রকাশে জালিয়াতি ঃ টাকার বিনিময়ে পরীক্ষায় পাস করানো হয়

গিয়াস উদ্দিন রিমন ॥ চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত নার্সদের গুরুত্বপূর্ণ ডিপ্লোমা ইন নার্সিং পরীক্ষায় ব্যাপক অনিয়ম ধরা পড়েছে। সারাদেশের নার্সিং পরীক্ষার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ নার্সিং কাউন্সিল ফল প্রকাশে

২-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

নার্সিং ডিপ্লোমা পরীক্ষা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দীর্ঘদিন ধরে চরম জালিয়াতি করে আসছে। এ বছর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কমিটির নতুন চেয়ারম্যান এ জালিয়াতি চিহ্নিত করেন। গত শুক্রবার সারাদিন পরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্যরা ১৯৯৯ সালের পরীক্ষার উত্তরপত্র ও ফলাফল পরীক্ষা করে ৩৭ জন পরীক্ষার্থীকে চিহ্নিত করেন, যারা পরীক্ষায় ফেল করা সত্ত্বেও তাদের পাস ঘোষণা করা হয়েছিল। কমিটি এ ৩৭ জন পরীক্ষার্থীকে অকৃতকার্য ঘোষণা করেছে। টাকার বিনিময়ে তাদের আগে কৃতকার্য ঘোষণা করা হয়েছিল। কমিটি সূত্রে জানা যায়, চলতি বছরের পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার প্রাক্কালে পরীক্ষা কমিটির নতুন চেয়ারম্যান, সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল প্রফেসর ডাঃ মীজানুর রহমানের হাতে অনিয়ম ধরা পড়ে। তিনি সন্দেহের কারণে পরীক্ষার উত্তরপত্র ও টেবুলেশন শীট দেখে মিলাতে গিয়ে দু'য়ের মধ্যে গরমিল দেখতে পান। নার্সিং কাউন্সিলের তখনকার রেজিস্ট্রার জহুরা খাতুন এটি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এর প্রেক্ষিতে গঠিত তদন্ত কমিটি ডিপ্লোমা ইন নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারী পরীক্ষার

প্রথম বর্ষের ১১ জন পরীক্ষার্থীকে চিহ্নিত করেন, যারা পরীক্ষায় ফেল করা সত্ত্বেও তাদের পাস ঘোষণা করা হয়। কাউন্সিলের এই অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়টি পরীক্ষা কমিটি সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে। এর মধ্যে রেজিস্ট্রার জহুরা খাতুনের চুক্তিভিত্তিক চাকরির মেয়াদ শেষ হলে গত ৩০ জুন তিনি চাকরি থেকে বিদায় নেন। এরপর রাজশাহী থেকে একজন অভিভাবক পরীক্ষায় ফেল করা সত্ত্বেও মোটা অংকের টাকা দিয়ে আরো ৫ জন পরীক্ষার্থীর পাস করার অভিযোগ পরীক্ষা কমিটিকে জানায়। এর প্রেক্ষিতে পরীক্ষা কমিটির সভাপতিসহ সকল সদস্যের একটি জরুরী তদন্ত কমিটি গত শুক্রবার পরীক্ষার সকল বিষয়ের ফলাফল পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ৩৭ জন পরীক্ষার্থীকে অকৃতকার্য ঘোষণা করে। প্রিলিমিনারী নার্সিং প্রথম বর্ষে ৮ জনকে অকৃতকার্য ঘোষণা করা হয়। তাদের রোল নম্বর হচ্ছে ৭, ১৬, ১৯, ৫৯, ২৪৬, ২৫০, ২৬০, ও ৩১৪। দ্বিতীয় বর্ষের অকৃতকার্য ঘোষিতদের রোল নম্বর হচ্ছে ঃ ৪, ৩৭, ৩৯, ৫০, ৬০, ৯৩, ৯৮, ১০০, ১০৯, ১১৭, ১২৯, ১৩০, ১৬৬, ১৭১, ২৩৩, ২৭০, ২৮২, ৩১২, ৩১৬, ৩৬১ ও ৩৯৫। তৃতীয় বর্ষে অকৃতকার্য ঘোষিতদের রোল নম্বর হচ্ছে ঃ ৫, ২২, ৪১, ৫৪, ৫৮ ও ৭২। মিডওয়াইয়ারী ৪র্থ বর্ষের রোল নং ৯০ ও ৯৬-কে অকৃতকার্য ঘোষণা করা হয়। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, টাকার বিনিময়ে এসব পরীক্ষার্থীকে আগে কৃতকার্য ঘোষণা করা হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে নার্সিং কাউন্সিলে এ ঘটনা ঘটে চলেছে।